# মাঠে - ময়দানে

*ইতালীয় সিরি এ'র ম্যাচে রোমাকে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারাল সাম্পদোরিয়া।*

*স্প্যানিশ লা লিগার ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করল টেনেরিফা ও রিয়াল ভালাদোলিত।*

## মোহনবাগানের বাতিল ফুটবলাররাই এখন ভরসা ইস্টবেঙ্গলের

# লাল-হলুদ শিবিরের দুর্বল রক্ষণকেই পাখির চোখ করছে মিনার্ভা এফসি

**স্টাফ রিপোর্টার:** এবছর ইস্টবেঙ্গল দলে অধিকাংশ মোহনবাগানের বাতিল ফুটবলার। কাতসুমি, এডুয়ার্ডোর এবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলবেন ক্রোমা। আই লিগের আগে মোহনবাগান বাতিল করে দিয়েছিল জাপানি মিডফিল্ডার কাতসুমি এবং ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার এডুয়ার্ডোকে। বাগানের এই দুই বাতিল ফুটবলারকে আই লিগের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু আই লিগে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে কাতসুমি পাঁচটি গোল করলেও সেভাবে নজর কাড়তে পারেননি। আর ডিফেন্ডার এডুয়ার্ডো সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। ১১টি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল হজম করেছে ১১টি। আর এ থেকেই বোঝা যায় আই লিগে এডুয়ার্ডোর পারফরম্যান্স কিরকম ছিল। এডুয়ার্ডো, কাতসুমিকে ছেড়ে দেওয়ার পর মোহনবাগানের ছেড়ে দেওয়া ক্রোমাকে ডাকল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার সই করেছেন ক্রোমা। কলকাতা লিগে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে খেললেও আই লিগে জায়গা হয়নি মোহনবাগান দলে। গোকুলাম এফসি'র হয়ে খেলার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। তাই কোনও ক্লাব না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ক্রোমা। উইলিশ প্লাজা, চার্লসকে সরিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ডার্বি ম্যাচের আগে সই করিয়েছিলেন ডুডুকে। কিন্তু বড় ম্যাচে আমনা চোট পেতেই লাল-হলুদ কর্তারা মোহনবাগানের বাতিল ফুটবলার ক্রোমাকে নেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। আসলে লাল-হলুদ কর্তারা এমন একজন ফুটবলারকে খুঁজছিলেন যিনি মাঝমাঠে খেলা তৈরি করার পাশাপাশি গোলও করতে পারেন। তাই শেষ মুহূর্তে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রাফায়েলের সঙ্গে চুক্তি না করে ক্রোমাকে নেওয়া কেন? আসলে বাজেট কমের পাশাপাশি সময়ও কম। তাই হাতের কাছে মোহনবাগানের বাতিল ফুটবলার ক্রোমা হঠাৎই ইস্টবেঙ্গল দলে। এখন দেখার মোহনবাগানের তিন বাতিল ফুটবলার কাতসুমি, এডুয়ার্ডো, ক্রোমা মশাল জ্বালিয়ে ১৪ বছর পর ইস্টবেঙ্গলকে আই লিগে চ্যাম্পিয়ন করতে পারে কি না।

আজ বারাসত স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মিনার্ভা এফসি। মিনার্ভা টানা চারটি ম্যাচ জিতেছে। গত ৩ ডিসেম্বর আই লিগের প্রথম ডার্বিতে হারার পর টানা চারটি ম্যাচ জিতে ইস্টবেঙ্গল বেশ স্বস্তিদায়ক অবস্থায় ছিল। তবে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে লিগের লড়াই থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে। ১০টি ম্যাচ খেলে মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি ২৫ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। জাতীয় লিগ বা আই লিগের পুরনো পয়েন্ট টেবল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মোট ম্যাচের দ্বিগুণ পয়েন্টই ম্যাজিক ফিগার। কয়েকবার মোট দ্বিগুণের সঙ্গে এক কিংবা দুই পয়েন্ট যোগ করলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া দল খেতাব স্পর্শ করেছে। এই বিচারে ১৮ রাউন্ডের আই লিগে ম্যাজিক ফিগার ৩৭-৩৮ পয়েন্ট। মিনার্ভার বাকি আটটি ম্যাচ। হাতে থাকা ২৪ পয়েন্টের মধ্যে ১৩ পয়েন্ট পেলেই আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। শনিবার নিজেদের ঘরের মাঠে গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডাররা থিতু হওয়ার আগেই নেরোকা গোল খেয়ে যায়। ঘটনা হল, গত দুই মরশুমে ১০টি ম্যাচের পর মোহনবাগানও কিন্তু মিনার্ভার মতো জায়গায় ছিল। কিন্তু নিজেদের দোষে তারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। গত দুই বছরের মোহনবাগানের পারফরম্যান্স মনে আছে মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি'র কোচ খগেন সিংয়ের। তিনি বলেন, সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও আমরা আত্মতুষ্টি নই। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে হবে। তবে মোহনবাগান ম্যাচের মতোই প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলব আমরা। টানা পাঁচটি ম্যাচ জিততে মিনার্ভা পাঞ্জাব এফসি'র মূল ভরসা ডিফেন্ডার এরিক দানো, ঘানার জুনিয়র টিমের উইলিয়াম ওপোকু এবং ভুটানের চেঞ্চো। আক্রমণাত্মক মিডিও হিসাবে ফ্রান্সের কাশিম আদারাও নজর কেড়েছেন। আদারার বড় গুণ হল লম্বা থ্রো করতে পারেন। তাই মিনার্ভা হাফ লাইনের পর থ্রো পেলে তা কার্যত ফ্রি-কিক হয়ে যাচ্ছে। শনিবার ইম্ফলে মিনার্ভা তিন মিনিটের মাথায় গোলটি পেয়েছে থ্রো থেকেই। আদারার থ্রো বক্সে নামিয়ে দিচ্ছেন ওপোকু কিংবা আগুয়ান দীপক দেবরানী। দ্রুততার সঙ্গে ফিনিশ করছেন চেঞ্চো। তিন বছর আগে ওয়েস্টটেডের বেঙ্গালুরু এফসি আই লিগে প্রথম ছয়টি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটি খেলেছিল ঘরের মাঠে। এবার মিনার্ভা এফসি প্রথম পাঁচটি ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলে ১৩ পয়েন্ট তুলে নেয়। গত ২৮ নভেম্বর লুধিয়ানায় মিনার্ভার বিরুদ্ধে খেলার ৪০ দিনের মধ্যে সাতটি হোম ম্যাচে খেলেছিল মোহনবাগান। মিনার্ভার মতো তারা হোম ম্যাচের সুবিধা নিতে পারেনি। মূল কথা মনোরঞ্জনকে তাদের রক্ষণ মজবুত করতে হবে। তা না হলে মিনার্ভার বিরুদ্ধে পয়েন্ট পাওয়া খুব কষ্টের। অন্যদিকে, আর্থিক সংকট দেখা গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। মোহনবাগানের বাতিল বিদেশিদের নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গলের এবারের বাজেট ৯ কোটি টাকা পেড়িয়ে গিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রাফায়েল চার মাসে ৩২ লক্ষ টাকা চেয়েছেন ভাতা হিসাবে। এজেন্ট কমিশন, বিমান ভাড়া দিয়ে তাঁর পিছনে আরও তিন লক্ষ টাকা খরচ রয়েছে। এত অর্থ ইস্টবেঙ্গলের তহবিলে নেই। কিংফিশারের জার্সি পড়ে খেললেও ইউবি গ্রু মাত্র সাড়ে তিন কোটি টাকা দিয়েছে। সেই সঙ্গে গত মরশুমে পাওনা বাবদ দেড় কোটি টাকা ইস্টবেঙ্গলকে দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের কো-স্পনসল শ্যাম স্টিল কয়েক কোটি দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আর্থিক সমস্যা কাটানোর জন্য ইস্টবেঙ্গল আট বা নয়ের দশকের মতো ব্যাঙ্ক লোনের কথা ভাবছে।

# লাজংয়ের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টই লক্ষ্য সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের

**স্টাফ রিপোর্টার:** আইজল এফসি ম্যাচ অতীত মোহনবাগানের কাছে। ভাবনায় লাজং এফসি ম্যাচ। তাই লাজং ম্যাচের প্রস্তুতি সবুজ-মেরুন শিবিরে। আই লিগের ফিরতি পর্বের ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতলেও পাহাড়ের মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে মোহনবাগানকে। আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও গোল শোধ করে এক পয়েন্ট সংগ্রহ করে সমতলে ফিরেছে শঙ্করলাল চক্রবর্তীর দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি'র বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করে ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবলে মোহনবাগান রয়েছে পঞ্চম স্থানে। আইজলের পর এবার সামনে আর এক পাহাড়ি দল লাজং এফসি। গাঁট হিসাবে লাজং বেশ কয়েকবার ঝামেলায় ফেলেছে মোহনবাগানকে। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার লাজংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে মোহনবাগান। চ্যাম্পিয়ন খেতাবের লড়াইয়ে টিকে থাকতে এখন বাকি ম্যাচগুলিতে জয়ই লক্ষ্য মোহনবাগান কোচের। আগের ম্যাচে গোকুলাম এফসি'র কাছে হারলেও লাজংকে বেশ সমীহ করছেন সবুজ-মেরুন কান্ডারি শঙ্করলাল চক্রবর্তী।

ঘরের মাঠে নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলবে বলে লাজংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বেশ সতর্ক বাগানের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। সবচেয়ে বড় কথা সদ্য লাজং-এ যোগ দেওয়া বিদেশি ফুটবলার কোফি চিন্তা বাড়িয়েছে শঙ্করলালের। তাই লাজংয়ের নতুন বিদেশির দিকে একটু বেশি নজর দেবে মোহনবাগান কোচ। অন্যদিকে কোচের চিন্তা আরও বাড়িয়েছেন ডিফেন্ডার কিংশুক দেবনাথ ও স্ট্রাইকার ডিপান্ডা ডিকা। তবু পাহাড়ের মাটি থেকে তিন পয়েন্টই আনা লক্ষ্য মোহনবাগানের। তাই ১ ফেব্রুয়ারি দল নিয়ে শিলং উড়ে যাবেন শঙ্করলাল। পাহাড়ের মাটিতে ৩ ফেব্রুয়ারি লাজংয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে মোহনবাগান। এখন দেখার পয়েন্ট নষ্ট করলেও আরেক পাহাড়ি দল লাজংয়ের বিরুদ্ধে মোহনবাগান তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারে কি না।

অন্যদিকে, ভিসা সমস্যায় আটকে পড়েছেন পেন ওরজি। ফলে গঙ্গাপারের ক্লাবে বোয়া আসতে চলেছে এমনটাই শোনা যাচ্ছিল। তবে শেষমেশ সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে তুললেন বিমল ঘারতি মগর।

নেপালের এই বিস্ময় তরুণ ভারতীয় ফুটবলে সারপ্রাইজ বটে। সনি নর্ডির বদলির খোঁজে ছিল সবুজ-মেরুন শিবির। সে কারণেই প্রথমে পেন ও পরে বোয়ায় ঝাপান ক্লাব কর্তারা। শেষমেশ বিমলকে নিল মোহনবাগান। বয়স কম, মাত্র কুড়ি বছর। খেলেন স্ট্রাইকার পজিশনে। নেপালের বিস্ময় প্রতিভা হিসাবেই দেখা হয় এই তরুণ ফুটবলারকে। মাত্র ১৪ বছরে বয়সেই জায়গা পেয়েছিলেন নেপালের সিনিয়র জাতীয় দলে। এদিন মোহনবাগান অনুশীলনে দেখা যায় তাকে। এখন দেখার মোহনবাগানের কতটা সফল হন তিনি।

# চেন্নাইয়ান এফসিকে হারিয়ে লিগ শীর্ষে থাকাই লক্ষ্য বেঙ্গালুরু এফসি'র

**বেঙ্গালুরু, ২৯ জানুয়ারি:** আই লিগ থেকে আইএসএলে চলে আসা হিসাবে প্রথম মাঠে নামা বেঙ্গালুরু এফসির আইএসএলে অভিযান ম্যাচে চমক বেঙ্গালুরুর দলটির। অভিযান ম্যাচে তারা মুম্বাই সিটি এফসিকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে চমক দেখানোর পর ১১টি ম্যাচের মধ্যে সাতটি ম্যাচে জয় পায় বেঙ্গালুরু দলটি। টানা ১২ ম্যাচের আটটিতে জয় ছিনিয়ে নিয়ে ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত আইএসএল টুর্নামেন্ট শীর্ষ স্থানে রয়েছে বেঙ্গালুরুর ক্লাবটি। ২০১৩-২০১৪-র মরসুমে ভারতীয় ফুটবলে বেঙ্গালুরুর পথ চলা শুরু। আর পথম বছরেই আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে নতুন ইতিহাস গড়ে তারা। চার মরশুমে বেঙ্গালুরু দু'বার ফেডারেশন কাপ জয়ের রেকর্ড রয়েছে বেঙ্গালুরুর এফসির। এমনকি এএফসি কাপে ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব বেঙ্গালুরু এফসি ছাড়া ভারতের অন্য কোন ও দলের নেই । গত চার মরসুম ভারতের অন্যতম ধারাবাহিক দল তারা। এবারও বেশ শক্তিশালী দল গড়েছে বেঙ্গালুরু এফসি । কোচ হিসাবে রয়েছেন রোকা। দলে মিকু, এডু, সুনীল ছেত্রী, হরমোনজিৎ সিং খাবড়ার মতো তারকা ফুটবলারদের নিয়ে গড়া হয়েছে। আর এদের নিয়েই আই লিগের মতো আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য বেঙ্গালুরু এফসি কোচ রোকার। শেষ চারে খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করলেও

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী বেঙ্গালুরু কোচ। কারণটা আর কিছুই নয়, প্রথমবার আইএসএলে খেলতে নেমে প্রথম ১২টি ম্যাচের মধ্যে আটটিতে জয় পেয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। এটা কিন্তু বিরাট কৃতিত্বের। আগের ম্যাচে লিগ টেবলে নবম স্থানে থাকা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে হারিয়েছে বেঙ্গালুরু। প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে জয়ের পর এবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ফের চেন্নাইয়ান এফসিকে হারানোই লক্ষ্য এটিকে কোচ রোকার। তবে নক আউট পর্বে ওঠাই নয়, এখন বেঙ্গালুরু শিবিরের লক্ষ্য বাকি ম্যাচগুলিতে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইএসএল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। এখন দেখার আই লিগের পর আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বেঙ্গালুরু নতুন ইতিহাস গড়তে পারে কি না। প্রথম ১২টি ম্যাচে বেঙ্গালুরুর হয়ে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছেন সুনীল ছেত্রী এবং মিকু। স্বদেশি এবং বিদেশি মিলিয়ে আইএসএলে ভাল পারফরম্যান্স করার ব্যাপারে আশাবাদী বেঙ্গালুরু এফসি কোচ রোকা।

# র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পঞ্চাশে তিন ভারতীয়

**লন্ডন, ২৯ জানুয়ারি:** এটিপির ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পঞ্চাশে ফিরে এলেন লিয়েন্ডার পেজ। নিউপোর্ট বিচ চ্যালেঞ্জার ইভেন্ট জয়ের সুবাদেই বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয় ভারতের সর্বকালের সেরা ডেভাসকাপারের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হওয়ার পর লিয়েন্ডারের ডাবলস র‍্যাঙ্কিং ছিল ৬১। লিয়েন্ডার পেজ চ্যালেঞ্জার ডাবলস জেতার পর মূল্যবান ১২৫ রেটিং পয়েন্ট সংগ্রহ করে ১৪ ধাপ উঠে আসেন লিয়েন্ডার। র‍্যাঙ্কিং তালিকা অনুযায়ী লি এখন বিশ্বের ৪৭ নম্বর ডাবলস প্লেয়ার। ডাবলসে ভারতের এক নম্বর টেনিস তারকা এখন রোহন বোপন্না। যদিও র‍্যাঙ্কিং তালিকায় এক ধাপ পিছনে হাঁটতে হয়েছে। এই মুহূর্তে এটিপি র‍্যাঙ্কিং ২০। ডাবলসে উন্নতি করেছে দ্বিবিজ শরণও। তিন ধাপ উঠে কেরিয়ারের ৪৫ নম্বরে রয়েছেন দ্বিবিজ। প্রথম পঞ্চাশে আর কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় নেই।

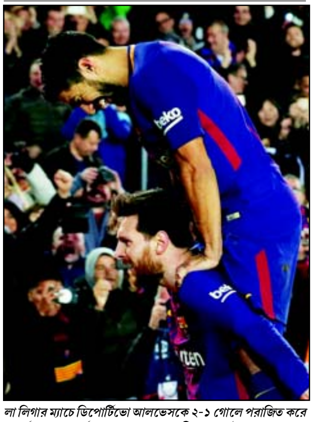

*লা লিগার ম্যাচে ডিপোর্টিভো আলভেসকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বার্সেলোনা। বার্সেলোনার হয়ে গোল দুটি করেন লুই সুয়ারেজ (৭২ মিনিট) ও মেসি (৮৪ মিনিট)। সুয়ারেজের ক্ষেত্রে গোলের পাস বাড়ান আন্দ্রে ইনিয়েস্তা। ডিপোর্টিভো আলভেসের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন জন গিডেটি ২৩ মিনিটে ইবা গোমেজের পাস থেকে।*

# জিতল বাংলা

**স্টাফ রিপোর্টার:** সন্তোষ ট্রফি অভিযান ম্যাচে জয় পেল বাংলা। প্রথম ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারাল ছত্তিশগড়কে। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত বাংলা। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে দুটি গোল করে বাংলাকে জয় এনে দেন অধিনায়ক জিতেন মূর্মু। বাংলার পরের ম্যাচ ২ ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় খুশি বাংলা কোচ রঞ্জন চৌধুরি।

# টপকালেন লারাকে, গাভাসকরের কাছাকাছি বিরাট

**দুবাই, ২৯ জানুয়ারি: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট চলাকালীন ক্রিকেটের সর্বকালীন র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রায়ান লারা, কেভিন পিটারসন, হাশিম আমলা, শিবনারায়ণ চন্দ্রপল ও মাইকেল ক্লার্ককে টপকে গেলেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। জোহেনসবার্গ টেস্ট থেকে ১২ পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে এখন তাঁর মোট পয়েন্ট ৯১২। এই তালিকায় তিনি এখন ২৬ নম্বরে। ৯৬১ পয়েন্ট নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে কিংবদন্তী ডন ব্র্যাডম্যান। ৯৪৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। বিরাটের আগে এখন সুনীল গাভাসকর। তাঁর পয়েন্ট ৯১৬। জুনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে পয়েন্ট বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন বিরাট।**

# আফগানদের হারিয়ে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

**ক্রাইস্টচার্চ, ২৯ জানুয়ারি:** আশা জাগিয়েও ইতিহাস গড়া হল না আফগানদের। গ্রুপ লিগের বাধা টপকে কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজক নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিলেও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের বেশি এগনো হল না আফগানদের। তিনবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে শেষ চারের হার্ডলেই আটকে গেল আফগানরা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান ৪৮ ওভারে ১৮১ রানে অলআউট হয়ে যায়। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ইক্রাম আলি খিল ১১৯ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেললেও তাকে যথাযথ সঙ্গ দিতে পারেননি কেউই। ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ ২০ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে জোনাথন মার্লো ২৪ রানে ৪ উইকেট নেন। জাক ইভান্স ২৬ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া একটি করে উইকেট পেয়েছেন রায়ান হ্যাডলি, জ্যাক এডওয়ার্ডস, উইল সাদারল্যান্ড ও লয়েড পোপ। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ৩৭.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৮২ রান তুলে নেয়। ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে অজিরা। ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে ৬৫ বলে ৭২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন এডওয়ার্ডস। পারাম উপ্পল ৩২ রানে অপরাজিত থাকেন। আফগানদের হয়ে দুটি উইকেট নেন কাইস আহমেদ। ম্যাচের সেরা হয়েছেন জ্যাক।

*ফ্রান্সের লিগ ১'র ম্যাচে অলিম্পিক ডি মার্সিলের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল মোনাকো।*

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্ত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্ লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).